পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা,২০০৬

শিল্প মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ঢাকা

ভূমিকা

বিশ্ব বাজারে দেশীয় পণ্যের অবাধ চলাচল ও প্রবেশাধিকার এর পথ সুগম করা এবং দেশী ও বিদেশী পণ্য ব্যবহারে ভোক্তাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করার লক্ষ্যে সকল দ্রব্যের লেবেলে উৎপাদনকারীর নাম, পূর্ণ ঠিকানা, দ্রব্যটি কোন দেশে প্রস্তুত (Country of Origin) ইত্যাদিসহ অনেক গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ থাকা একান্ত প্রয়োজন। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার "এগ্রিমেন্ট অন টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (TBT)" এর শর্ত মতে কৃষি, খাদ্য এবং রাসায়নিক পণ্যের লেবেলে "আন্তর্জাতিক পদ্ধতি (System International)" এ ওজন অথবা পরিমাপসহ সংশিষ্ট তথ্যাদি, দ্রব্যটি প্রস্তুত করণের উপাদান (Ingredients) অথবা কমপোজিশন, ব্যাচ নম্বর, কোড নম্বর, উৎপাদন ও মেয়াদ উর্ত্তীণের তারিখ অথবা যে তারিখের পূর্বে দ্রব্যটির ব্যবহার নিরাপদ (Use best before on), যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য, তা সহ অন্যান্য তথ্যাদি সন্নিবেশিত করার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। এসব বিবেচনা করেই পণ্যের লেবেল এর জাতীয় মান প্রণয়নের লক্ষ্যে বিএসটিআই পণ্যের লেবেলিং এর নীতিমালা প্রণয়নে উদ্যোগী হয়।

২। পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা প্রণয়ণকল্পে বিএসটিআই সংশিষ্ট বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থা যথা- শিল্প মন্ত্রণালয়, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, বিনিয়োগ বোর্ড, আমদানি ও রপ্তানি নিয়ন্ত্রকের কার্যালয়, বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ (বিসিএসআইআর), কনজুমারস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব), ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এফবিসিসিআই), মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (এমসিসিআই), সার্ক চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, চট্রগ্রাম চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ফরেন ইনভেস্টরস চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ (ডিসিসিআই), খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ ও সিলেট চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ সহ মোট ১৮টি প্রতিষ্ঠানের মতামত গ্রহণ করার উদ্যোগ নেয়। তম্মধ্যে আমদানি ও রপ্তানি প্রধান নিয়ন্ত্রকের দপ্তর, বাংলাদেশ ট্যারিফ কমিশন, খুলনা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ, ক্যাব, শিল্প মন্ত্রণালয়, বিনিয়োগ বোর্ড ও ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ-এই ৭টি প্রতিষ্ঠান হতে মতামত পাওয়া যায়। উক্ত মতামতের আলোকে একটি খসড়া নীতিমালা প্রণয়ন করে বিএসটিআই'র ১৬তম কাউন্সিল সভায় উপস্থাপন করা হয়। প্রস্তাবিত খসড়া নীতিমালাটি পর্যালোচনাপূর্বক চূড়ান্ত সুপারিশ প্রণয়নের জন্য শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিবকে আহবায়ক করে ১০

সদস্য বিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি "পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা" প্রণয়নের জন্য ৬ (ছয়) সদস্য বিশিষ্ট একটি সাব-কমিটি গঠন করে। সাব-কমিটি নীতিমালায় মোড়ক ও লেবেল এর প্রাসঙ্গিক সংজ্ঞার উপর বিস্তারিত আলোচনার পর সংজ্ঞাসমূহ সুনির্দিষ্ট করে। এছাড়াও বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান হতে প্রাপ্ত মতামত ও সুপারিশ পর্যালোচনা করে পণ্যের লেবেল ব্যাপক শ্রেণীভিত্তিক করে পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা, ২০০৬ এর খসড়া প্রণয়ন করে।

৩। সাব-কমিটি কর্তৃক প্রণীত খসড়া নীতিমালা মূল কমিটিতে বিস্তারিত পর্যালোচনা করে এবং দেশের আমদানী রপ্তানীতে যাতে কোন অসুবিধা সৃষ্টি না হয় সেদিকে বিশেষ দৃষ্টি রেখে "পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা, ২০০৬" প্রণয়ন করা হয়েছে। তদুপরি এ নীতিমালার কোন অংশ বিশ্ব বাণিজ্যের ক্ষেত্রে অন্তরায় সৃষ্টি করলে তা বাণিজ্য মন্ত্রণালয়সহ সংশিষ্ট সংস্থাগুলির সাথে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভানুষ্ঠানের মাধ্যমে নিরসন করা হবে। বিশ্ব বানিজ্য সংস্থার "এগ্রিমেন্ট অন টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (TBT)" এবং "এগ্রিমেন্ট অন স্যানিটারী এন্ড ফাইটো স্যানিটারী মেজার্স (SPS)" সমূহের চাহিদার প্রেক্ষিতে পণ্যের অবাধ বাণিজ্যে স্বচ্ছতা ও ফেয়ার কমপিটিশন এর জন্য পণ্যের উৎপাদক, সরবরাহকারী, আমদানিকারক, রপ্তানীকারক এবং ভোক্তার স্বার্থ সংরক্ষণের স্বার্থে "পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা, ২০০৬" প্রণয়ন করা হল।

সূচীপত্র

		পৃষ্ঠা নং
০১	ভূমিকা	i - ii
০২	সূচীপত্র	iii
০৩	অধ্যায়-১ ঃ পণ্যের লেবেল্লিং নীতিমালার উদ্দেশ্য	১
০৪	অধ্যায়-২ ঃ সংজ্ঞা	২
০৫	অধ্যায়-৩ ঃ পণ্যের লেবেলিং এর শ্রেণী বিন্যাস	৩
০৬	অধ্যায়-৪ ঃ লেবেল সংক্রান্ত নির্দেশনা	৭
০৭	অধ্যায়-৫ ঃ বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা	৮
০৮	সংক্ষেপণ	১১

অধ্যায়-১

পণ্যের লেবেলিং নীতিমালার উদ্দেশ্য

(১) বিদেশী পণ্যের সাথে প্রতিযোগিতামূলক বাজারে দেশীয় পণ্যের গ্রহনযোগ্যতা প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড (টিবিটি) এগ্রিমেন্ট এর শর্তাদির আলোকে পণ্যের লেবেলিং নিশ্চিত করা ।

(২) পণ্যের পাইকারী ও খুচরা ক্রয় বিক্রয় এর ক্ষেত্রে নীতিমালা অনুযায়ী লেবেলিং নিশ্চিত করা।

(৩) দেশে উৎপাদিত এবং বিদেশ হতে আমদানিকৃত উভয় প্রকার পণ্যের লেবেলে একই ধরনের তথ্য নিশ্চিত করা।

(৪) পণ্যের গুনগত মান, প্রস্তুত করণের উপাদান, কার্যকারিতার মেয়াদ, ইত্যাদি অত্যাবশ্যকীয় তথ্যাদি লিপিবদ্ধ করা নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে ভোক্তা স্বার্থ সংরক্ষণ নিশ্চিত করা ।

(৫) পণ্যের মান নিশ্চিতকরণার্থে পণ্যের উৎপাদককে চিহ্নিত করা।

(৬) গুনগত মান সম্পন্ন পণ্য উৎপাদনে উৎপাদকদের মধ্যে প্রতিযোগীতা সৃষ্টি করা ।

অধ্যায়-২

সংজ্ঞা

লেবেল(Label) বলতে কোন দ্রব্য বা প্যাকেট সম্বলিত কোন দ্রব্যের উপর যে কোন ট্যাগ, ব্রান্ড, মার্ক, চিত্র চিহ্ন, হলমার্ক, গ্রাফিক মেটার অথবা অন্যান্য বর্ণনামূলক নির্দেশনার ছাপ, যা লিখিত, মুদ্রিত, সীলমোহরকৃত, অথবা ষ্টেনসীলের প্রদত্ত ছাপ, এ্যামবোস করা, অমোচনীয় কালি দ্বারা কম্পিউটারাইজড প্রিন্টিং করা, চাপ প্রয়োগে ছাপ দেয়া, সংযোজিত বা লাগিয়ে দেয়া অথবা দৃষ্টিগোচর করাকে বুঝাবে।

লেবেলিং(Labelling) বলতে কোন পণ্যের পরিচিতি, বিক্রয় ও বিতরণ বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে যে কোন লিখিত, মুদ্রিত বা গ্রাফিক্স বিষয়-যা দ্রব্যের সংগে বিদ্যমান বা দ্রব্যের লেবেলে সন্নিবেশিত থাকে অথবা দ্রব্যের সাথে সংযোজনের মাধ্যমে প্রদর্শিত থাকে তাকে বুঝাবে।

মোড়ক (Package) বলতে বিক্রয়যোগ্য দ্রব্যাদির সঠিক মান রক্ষার্থে দ্রব্যাদি সংরক্ষণ, আচ্ছাদন করার নিমিত্তে কোন কেস, বাক্স, কার্টন, প্যাকেট/স্যাক প্যাক, পাত্র, আধার, আচ্ছাদনের কাগজ, ভাঁজ করা কাগজের বাক্স, ভ্যাসেল (Vessel), কৌটা, বোতল, ক্যান, র‍্যাপার(Wrapper), লেবেল, ব্রান্ড, টিকেট, রীল, ফ্রেম, কোন (Cone), ক্যাপ্সুল, টুপির ন্যায় ঢাকনা, ঢাকনা এবং এ জাতীয় দ্রব্যকে বুঝাবে।

কন্টেইনার (Container) বলতে মোড়ক (Package) বা যে কোন দ্রব্যের ধারককে বুঝাবে।

মার্ক (Mark) বলতে বোধগম্য/সহজ পাঠযোগ্য আকৃতি, ব্রান্ড, শিরোনাম, লেবেল, টিকেট, নাম, স্বাক্ষর, শব্দ, বর্ণ, সংখ্যা, গ্রাফিক্স, আকৃতিগত বৈশিষ্ট্য, রং এর সমন্বয় অথবা এদের যে কোন কিছুর সমন্বয়কে বুঝাবে।

কম্পজিশন (Composition) বলতে কোন উৎপাদিত পণ্য অথবা পণ্যের বিভিন্ন অংশ বা পণ্যটি প্রস্তুতের জন্য ব্যবহৃত উপাদানের পরিমান / শতকরা হারকে বুঝাবে।

বিক্রয় (Sale) বলতে মূল্য/ দামের বিনিময়ে কোন দ্রব্য / পণ্যের মালিকানা হস্তান্তর বুঝাবে।

পুর্নঠিকানা বলতে উৎপাদক / আমদানিকারক এর নাম, প্রতিষ্ঠানের নাম, ডাক ঠিকানা ও টেলিফোন নম্বর / ফ্যাক্স নম্বর (যদি থাকে) / ই-মেইল (যদি থাকে) সম্বলিত ঠিকানাকে বুঝাবে ।

অধ্যায়-৩

পণ্যের লেবেলিং এর শ্রেণী বিন্যাস

১। কৃষিজাত

কৃষিজাত পণ্য বলতে জমিতে উৎপন্ন শস্য দানা, ফল, ফুল, শাকসবজি, তামাক, মসলা জাতীয় ফসল এবং অপর সকল উদ্ভিদ জাত পণ্যকে বুঝাবে।

২। খাদ্য, পানি, কোমল পানীয় এবং তামাক

ক) খাদ্য বলতে চাল, চালজাত খাদ্য, গুড়, ডাল, চিনি, লবণ, আটা, ময়দা, সুজি, রুটি, বার্লি, বিস্কুট, পেষ্ট্রি, কেক, কেন্ডি, চা, কফি, প্যাকেটজাত খাদ্য, বোতল ও কৌটাজাত খাদ্য, কনফেকশনারী, চিপস, লজেন্স, মধু, সেমাই, নুড্‌ল্‌স্‌, গুকোজ, কর্নফ্লাওয়ার, কর্নফ্লেকস্‌, আইসক্রীম, বেকিং পাউডার, জেম, জেলি, আচার ভোজ্যতেল, মসলা, ফল ও সবজি হতে প্রক্রিয়াজাতকৃত খাদ্য, দুধ ও দুগ্ধজাত পণ্য।

খ) পানি বলতে বোতলজাত পানিকে বুঝাবে।

গ) কোমল পানীয় বলতে কার্বনেটেড বেভারেজ, ফলের রস, সিরাপ, স্কোয়াশ এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ (সংশোধনী) আইন, ২০০৪ অনুযায়ী এলকোহলিক পানীয় নয় এ সব পানীয়কে বুঝাবে।

৩। ঔষধ শিল্পজাত পণ্য

ঔষধ শিল্পজাত পণ্য বলতে The Drugs Act. 1940 এর Section 3(b) তে বর্ণিত পণ্যসমূহকে বুঝাবে ।

৪। মৎস্য, পশু ও পাখীজাত ।

মৎস্য খাদ্য বলতে মাছ চাষে ব্যবহার উপযোগী কারখানায় বা অন্যভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টি সংক্রান্ত দ্রব্য, উপকরণ, পদার্থ বা পদার্থের মিশ্রণ বুঝাবে।

পশু খাদ্য বলতে গৃহপালিত পশুদেরকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য (খাওয়ার পর হজম করতে পারে) বা উহাদিগকে অপুষ্টি হইতে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম ভাবে প্রস্তুতকৃত বিভিন্ন পুষ্টি সমৃদ্ধ পদার্থ বা পদার্থের মিশ্রণ বুঝাবে।

পাখি খাদ্য বলতে পাখির দানাদার খাদ্য যেমন- গম, ভাংগা গম, চালের কুড়া, ভূট্টার দানা, শুটকি, প্রোটিন কনসেনট্রেড ভিটামিন, প্রিমিক্স ইত্যাদি বা উক্ত উপাদান সমূহ একীভূত বা প্যাকেটজাত করে তৈরী করা খাবারকে বুঝাবে।

৫। **রাসায়নিক, জ্বালানী এবং জুয়েলারী**

ক) রাসায়নিক পণ্য বলতে কৃত্রিম রেজিন, প্লাষ্টিক, স্পিরিট, রং, ভার্নিস, থিনার, পলিশ, লেকারস,
রং উপকরণ, বিচিং প্রিপারেশনস, পরিস্কারক, লন্ড্রী সাবান, কাগজ ও কাগজজাত দ্রব্যাদি, জ্বালাপ্রদ রাসায়নিক দ্রব্যাদি; সার ও সার প্রস্তুতে ব্যবহৃত, অগ্নিনির্বাপক যন্ত্রে ব্যবহৃত, ঝালাই কাজে ব্যবহৃত, খাদ্য সংরক্ষণে ব্যবহৃত ফুড এডিটিভ্স এবং প্রিজারভেটিভস, চামড়া প্রক্রিয়াজাতকরণে ব্যবহৃত, ধাতবদ্রব্য সংরক্ষণে, কাঠ সংরক্ষণে ও লন্ড্রীতে ব্যবহৃত রাসায়নিক দ্রব্যাদি; এবং শিল্প, বিজ্ঞান ও ফটোগ্রাফিতে ব্যবহৃত আঠা ও অপর সকল রাসায়নিক দ্রব্যাদিকে বুঝাবে।

খ) জ্বালানী বলতে শিল্পে ব্যবহৃত তৈল, গ্রীজ, লুব্রিক্যান্ট্স, পেট্রোলিয়াম জাতীয় পদার্থ, গ্যাস, মোম, মোমবাতি এবং সমজাতীয় দ্রব্যাদিকে বুঝাবে।

গ) জুয়েলারী বলতে হীরা,কাঁচ, প্রবাল, মুক্তা, আইভরি, শামুক, ঝিনুক এবং অন্য কোন দ্রব্য হতে তৈরী অলংকারাদি এবং স্বর্ণ, রৌপ্য, পিতল, তামা, দস্তা অথবা অন্য কোন ধাতব পদার্থ অথবা এর যৌগ বা এলয় (Alloy) হতে তৈরী অলংকারাদি বুঝাবে।

৬। **প্রসাধনী**

প্রসাধনী পণ্য বলতে টয়লেট সাবান, পারফিউমারী, হেয়ার অয়েল, হেয়ার লোশন, শ্যাম্পু, টুথপেষ্ট, ফেস ওয়াস, ময়েশ্চারাইজার, লিপষ্টিক, স্নো, পাউডার, ফেস পাউডার, আইল্যাশ, আইলাইনার, পেন্সিল লাইনার, নেইল পলিশ, রোজ, ফাউন্ডেশন, হেয়ার ডাই, নেইল পলিশ রিমোভার, পেট্রোলিয়াম জেলী,

বডি লোশন, আফটার শেভ লোশন, সেভিং ক্রীম, বডি স্প্রে ইত্যাদি রুপচর্চায় ব্যবহৃত অন্যান্য দ্রব্যাদি এবং হারবালসহ যাবতীয় প্রসাধনী সামগ্রীকে বুঝাবে।

৭। **বস্ত্র ও পাট**

বস্ত্র ও পাট পণ্য বলতে পাট ও পাটজাত দ্রব্য, পাটের বহুমুখী ব্যবহারের মাধ্যমে উৎপাদিত পণ্য এবং তুলা, সূতা, পাট, রেশম ইত্যাদি দ্বারা প্রস্তুত পরিধেয় ও অন্যবিধ ব্যবহারের বস্ত্র ও বস্ত্রজাত দ্রব্য বুঝাবে।

৮। ইলেকট্রনিক্স

ইলেকট্রনিক্স পণ্য বলতে রেডিও, টেলিভিশন, ভিসিডি, ভিসিপি, ভিসিআর, এলসিডি, এলইডি, সেলুলার ফোন, ঘড়ি, ক্যালকুলেটর, কম্পিউটার ও কম্পিউটার এক্সেসরিজ, কম্পিউটার হার্ডওয়্যার ও সফটওয়্যার, সাউন্ড রিপ্রোডাক্শন/ইমেজেস, রেকর্ডিং, ম্যাগনেটিক ডাটা ক্যারিয়াস, গ্রামোফোন, ক্যামেরা, ওজন মাপার যন্ত্র, অটোমেটিক ভেন্ডিং মেশিন, কয়েন অপারেটেড মেশিন, ডাটা প্রসেসিং ইক্যুইপমেন্ট, মাইক্রোওভেন, ইলেকট্রনিক খেলনা ইত্যাদি ইলেকট্রনিক্স দ্রব্যাদি এবং শিক্ষাকাজে সহায়ক এ জাতীয় অন্যান্য ইলেকট্রনিক সামগ্রীকে বুঝাবে।

৯। বৈদ্যুতিক

বৈদ্যুতিক পণ্য বলতে এয়ারকন্ডিশনার, ফ্যান, লাইট, ইস্ত্রি, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ, ইলেকট্রিক ওভেন, রাইস কুকার, কফি মেকার, ইলেকট্রিক কেটলি, ব্লেন্ডার মেশিন, পেষ্ট্রি মেকার, টোষ্টার, জুস মেকার, গ্রাইন্ডার, যে কোন ধরণের হিটার অথবা কুলার, বৈদ্যুতিক চুলা, ওয়াশিং মেশিন, রেফ্রিজারেটর, ফ্রিজার, ক্যাবল্স, সুইচ, সকেট, সিলিং রোজ, ট্রান্সফরমার, ইউপিএস, আইপিএস, ভোল্টেজ ষ্ট্যাবিলাইজার, সার্কিট ব্রেকার, এনার্জি মিটার, কলিং বেল, লিফট, এস্কেলেটর, জেনারেটর, মোটর এবং এ জাতীয় অন্যান্য বৈদ্যুতিক সরঞ্জামাদিকে বুঝাবে।

১০। যন্ত্রকৌশল ও মোটর যান

যন্ত্রকৌশল ও মোটর যান বলতে লেদ মেশিন, ড্রিলিং মেশিন, গ্রাইন্ডিং মেশিন, চেইন, বয়লার, মেশিন টুল্স, মেশিন হুইল, ফায়ার এক্সটিংগুইশার, হেলমেট, গাড়ীর ইঞ্জিন, নৌকার ইঞ্জিন, জাহাজের ইঞ্জিন, রেল ইঞ্জিন, এরোপ্লেনের ইঞ্জিন, ট্রাকটর, এগ্রিকালচারাল ইকুইপমেন্ট, পাম্প, কম্প্রেসর, বাইসাইকেল, মটর সাইকেল, গ্যাসের চুলা, ইনভেলপ সিলিং মেশিন, সিজিএস শীট (ঢেউ টিন), তালা, মেটাল অয়্যার ইত্যাদি সহ যন্ত্রকৌশল কাজে ব্যবহৃত অন্য সকল সামগ্রীকে বুঝাবে ।

১১। পুরকৌশল

পুরকৌশল পণ্য বলতে সিমেন্ট, ষ্টীল বার, ষ্টীল এঙ্গেল্স, প্যাকেটজাত বালি, মোজাইক ষ্টোন, সিমেন্ট, ক্লিংকার, টিম্বার, কাঠের আসবাবপত্র, বিল্ডিং এর চৌকাঠ, দরজা, প্লাইউড, হার্ডবোর্ড এবং এ জাতীয় পুরকৌশল কাজে ব্যবহৃত অন্যসকল সরঞ্জামাদি বুঝাবে।

১২। রাবার ও প্লাষ্টিক

রাবার ও প্লাষ্টিক পণ্য বলতে টায়ার, টিউব, কনভেয়র বেল্ট, ট্রান্সমিশন বেল্ট, পানির ট্যাংক, প্লাষ্টিক পাইপ্স, রাবার সামগ্রী, প্লাষ্টিক হোসপাইপ, জুতা, সেন্ডেল, ছিপি, পানির ট্যাপ, প্লাষ্টিক বেন্ড এবং অন্যান্য রাবার ও প্লাষ্টিক সামগ্রী বুঝাবে।

১৩। মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট

মেডিক্যাল ইক্যুইপমেন্ট পণ্য বলতে সার্জিক্যাল, প্যাথোলজিক্যাল, এনাটোমিক্যাল, ডেন্টাল ও ভেটেরেনারী এপারেটাস এন্ড ইন্সট্রুমেন্টস, অর্থোপেডিক আর্টিকেলস, কৃত্রিম অঙ্গ প্রত্যঙ্গ এবং অন্যান্য মেডিকেল ইক্যুইপমেন্টস্ ও এক্সেসরিজকে বুঝাবে।

১৪। চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্যাদি

চামড়া ও চামড়া জাত দ্রব্যাদি বলতে জুতা, স্যান্ডেল, ব্যাগ, স্যুটকেস, বেল্ট, জ্যাকেট, মানি ব্যাগ, ভ্যানিটি ব্যাগ, হ্যান্ড গ্লোভস্, চাবির রিং, ঘড়ির বেল্ট ও অন্যান্য চামড়াজাত সামগ্রীসহ কাঁচা চামড়া ও ফিনিশ্ড লেদারকে বুঝাবে।

১৫। গ্লাস, সিরামিক এবং স্যানিটারী দ্রব্যাদি

ক) গ্লাস বলতে গ্লাস, লুকিং গ্লাস, চশমার গ্লাস, পানির গ্লাস, ক্রিস্টাল গ্লাস, গ্লাস সীট, গ্লাস প্যানেল ও অন্যান্য কাঁচের সামগ্রীকে বুঝাবে ।

খ) সিরামিক বলতে টাইল্স, সিরামিক ক্রোকারিজ এন্ড ইউটেনসিলস, সিরামিক শোপিস ইত্যাদিকে বুঝাবে।

গ) স্যানিটারী দ্রব্যাদি বলতে ওয়াশ বেসিন, কমোড, সিংক, প্যান, প্যাডাষ্টাল, ফ্লাশ, বাথটাব, পানির কল, শাওয়ার, ওয়াটার ট্যাংক, টাওয়েল র‍্যাক, সোপ ষ্ট্যান্ড, পয়ঃ প্রণালী কাজে ব্যবহৃত পাইপ (প্লাষ্টিক অথবা লৌহা) এবং বাথরুম ও টয়লেটে ব্যবহৃত অন্যান্য স্যানিটারী সামগ্রীকে বুঝাবে ।

লেবেল সংক্রান্ত নির্দেশনা

ক) সাধারণ নির্দেশনা ঃ

১। যে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান বিদ্যমান সে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মানকে সরাসরি গ্রহনের মাধ্যমে পণ্যের লেবেল এর জাতীয় মান বিএসটিআই প্রণয়ন করবে। তবে যে ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিক মান নেই, সে ক্ষেত্রে অত্র নীতিমালার আলোকে লেবেলের জন্য দেশীয় মান প্রনয়ন করতে হবে। কোন দ্রব্যের আন্তর্জাতিক মান গ্রহনের ক্ষেত্রে কোন তথ্যাদি অন্তর্ভূক্তির প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সহযোগিতা নিয়ে তা করা যেতে পারে। দেশের অভ্যন্তরীণ বাজারে বিক্রয়ের ক্ষেত্রে পণ্যের লেবেল বিদেশী ভাষায় হলে পাশাপাশি বাংলা ভাষায় লেবেলিং থাকতে হবে। আমদানী পণ্যের ক্ষেত্রে যতদূর সম্ভব সরবরাহকারীর নিকট থেকে বাংলা ভাষায় প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্যাকেটের উপর অথবা পণ্যের উপর লেবেলিং করতে হবে। অন্যথায় আমদানীকারকগণ/সরবরাহকারীগণ বাংলা ভাষায় একটি সাব-লেবেল সংযুক্ত করবেন।

২। অমোচনীয় লেখা দ্বারা সকল দ্রব্যের লেবেলিং-এ উৎপাদনকারীর পূর্ণ ঠিকানা এবং পণ্যটি কোন দেশে প্রস্তুত তা উল্লেখ করতে হবে। একইভাবে আমদানিকৃত দ্রব্যের ক্ষেত্রে আমদানিকারকের এবং প্যাকেটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে প্যাকেটজাতকারীর পূর্ণ ঠিকানা লেবেলে উল্লেখ থাকতে হবে। প্যাকেটজাত দ্রব্যের ক্ষেত্রে যদি মোড়কে জায়গার সংকুলান না হয়, সেক্ষেত্রে প্যাকেটের ভেতরে আলাদা কাগজে লেবেলিং তথ্য সংযোজন করতে হবে এবং মোড়কের উপরিভাগে সে মর্মে নির্দেশনা থাকতে হবে।

৩। লেবেলে সংরক্ষণ পদ্ধতি, ব্যবহারবিধি ও প্রয়োজনীয় সতর্কীকরণ নির্দেশনা উল্লেখ থাকতে হবে। পণ্যের মান সম্পর্কে ব্যবহারকারীরা বিভ্রান্ত হতে পারেন এমন কোন তথ্য পণ্যের লেবেলে উল্লেখ করা যাবে না।

৪। পণ্যের লেবেলে ওজন / পরিমাপ System International (SI) এ থাকতে হবে। সে সাথে Ingredients/Compositions এবং Batch No. I Code No. যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য উল্লেখ করতে হবে।

৫। পরিমাপের একক-লিটার, কেজি, মিটার ইত্যাদি ওজন ও পরিমাপ অধ্যাদেশ, ১৯৮২ ও তদালোকে প্রণীত রুলস অনুযায়ী লিখতে হবে।

৬। সরকার কর্তৃক স্বীকৃত সার্টিফিকেট প্রদানকারী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে সার্টিফিকেশন মার্কা লাইসেন্সের নম্বর লেবেলে উল্লেখ থাকতে হবে।

৭। যে সকল পণ্য খালি হাতে ধরলে বা খালি চোখে দেখলে বা সরাসরি মুখে দিলে অথবা অন্যভাবে ক্ষতিকারক হতে পারে সে পণ্যের লেবেলের উপর সে বিষয়ে সতর্কতা মূলক / নিষেধাজ্ঞামূলক নির্দেশনা থাকতে হবে।

৮। ঔষধ শিল্পজাত পণ্যের লেবেলিং সংক্রান্ত বিষয়াদি The Drugs Act. 1940 এর অধীনে প্রণীত The Drugs Rules, 1945 এর Part-IX ও X এবং The Bengal Drugs Rules, 1946 এর Part-VI ও VII এ প্রদত্ত বিধানাবলী দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে ।

৯। রপ্তানির ক্ষেত্রে Buyers Requirements এর ভিত্তিতে লেবেলিং-এর মান প্রণয়ন করা যাবে।

১০। পণ্যের লেবেলে " পরিবেশ বান্ধব" (Eco-Friendly) উল্লেখ থাকা বাঞ্ছনীয়।

খ) বিশেষ নির্দেশনা ঃ

১। কৃষিজাত পণ্য, খাদ্য, পানি, কোমল পানীয় এবং রাসায়নিক ও প্রসাধনী, মান ও কার্যকরতা ক্ষয়িষ্ণু পুরকৌশল ও ইলেকট্রনিক্স, যন্ত্রকৌশল, বৈদ্যুতিক পণ্য, রাবার ও প্লাস্টিক পণ্যের লেবেল এ Expiry date / Use best before on যে ক্ষেত্রে যা প্রযোজ্য উল্লেখ করতে হবে।

২। কৃষিজাত পণ্য, খাদ্য, পানি, কোমল পানীয় এবং প্রসাধনী পণ্যের জন্য রং ও প্রিজারভেটিভ (Preservative) এর নাম ও পরিমান লেবেলে উল্লেখ থাকতে হবে।

৩। কৃষিজাত পণ্য, খাদ্য এবং তামাক জিএম (Genetically Modified) হলে তা উল্লেখ থাকতে হবে।

৪। কৃষিজাত পণ্য, খাদ্য, তামাক, পাট, বস্ত্র, চামড়া ও চামড়াজাত দ্রব্যসহ যে সকল পণ্য প্রাকৃতিক অথবা কৃত্রিম অথবা জিএম (Genetically Modified) পদ্ধতিতে উৎপাদিত হতে পারে সেগুলোর ক্ষেত্রে লেবেলিং এ প্রাকৃতিক, কৃত্রিম অথবা জিএম কোন পদ্ধতিতে উৎপাদিত তা স্পষ্টভাবে লিখিত থাকতে হবে।

৫। ইলেকট্রনিক ও বৈদ্যুতিক পণ্যের বিদ্যুৎ সাশ্রয়ের জন্য সংশ্লিষ্ট পণ্যের উপর স্বতন্ত্র Energy Efficiency Label থাকতে হবে।

অধ্যায়-৫

বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও পর্যালোচনা

সকল সরকারী, বেসরকারী সংস্থা পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা, ২০০৬ অনুসরণ করবে এবং এই নীতিমালা বাস্তবায়ন বিষয়ে নিয়মিত পরিবীক্ষণ ((Monitor) করা হবে এবং বিশ্বের সাথে তাল মিলিয়ে পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে যুগোপযোগী করা হবে।

পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা বাস্তবায়নের জন্য যে সব বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে তা নিম্নরূপ ঃ

ক) পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা, ২০০৬ এর উদ্দেশ্য বাস্তবায়নকল্পে আমদানি ও রপ্তানি নীতি এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য আইনের যথাযথ সংশোধনী আনয়ন এর উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

খ) পণ্যের লেবেলিং এ্যাক্ট প্রণয়নের উদ্দেশ্যে পরবর্তী প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।

পণ্যের লেবেলিং নীতিমালা পর্যালোচনা ও বাস্তবায়নের জন্য একটি জাতীয় কমিটি থাকবে। যার আহ্বায়ক হবেন মাননীয় শিল্প মন্ত্রী।

এ কমিটির গঠন কাঠামো নিম্নরূপ -

১।	মাননীয় মন্ত্রী, শিল্প মন্ত্রণালয়	-আহ্বায়ক
২।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড	-সদস্য
৩।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৪।	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৫।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৬।	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৭।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৮।	সচিব, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়	-সদস্য
৯।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়	-সদস্য
১০।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	-সদস্য
১১।	চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন	-সদস্য
১২।	আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রক	-সদস্য
১৩।	প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই	-সদস্য
১৪।	সভাপতি, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)	-সদস্য
১৫।	মহা-পরিচালক, বিএসটিআই	-সদস্য
১৬।	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও সমন্বয়), শিল্প মন্ত্রণালয়	-সদস্য সচিব

জাতীয় কমিটি প্রতি ৬ (ছয়) মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

সংশ্লিষ্ট সংস্থাসমূহের মধ্যে সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে শিল্প মন্ত্রণালয়ের সচিবের সভাপতিত্বে একটি নির্বাহী কমিটি গঠিত হবে। কমিটিতে অন্তর্ভূক্ত থাকবে ঃ

১।	সচিব, শিল্প মন্ত্রণালয়		আহ্বায়ক
২।	সচিব, অর্থ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি	(যুগ্ম সচিবের নীচে নহে)	সদস্য
৩।	সচিব, বাণিজ্য মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি	(যুগ্ম সচিবের নীচে নহে)	সদস্য
৪।	সচিব, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি	(যুগ্ম সচিবের নীচে নহে)	সদস্য
৫।	সচিব, কৃষি মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি	(যুগ্ম সচিবের নীচে নহে)	সদস্য
৬।	সচিব, বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি	(যুগ্ম সচিবের নীচে নহে)	সদস্য
৭।	সচিব, খাদ্য ও দূর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি	(যুগ্ম সচিবের নীচে নহে)	সদস্য
৮।	চেয়ারম্যান, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড এর প্রতিনিধি	(সদস্যের নীচে নহে)	সদস্য
৯।	চেয়ারম্যান, ট্যারিফ কমিশন এর প্রতিনিধি	(সদস্যের নীচে নহে)	সদস্য
১০।	নির্বাহী চেয়ারম্যান, বিনিয়োগ বোর্ড এর প্রতিনিধি	(সদস্যের নীচে নহে)	সদস্য
১১।	যুগ্ম সচিব (প্রশাসন ও সমন্বয়), শিল্প মন্ত্রণালয়		সদস্য
১২।	আমদানী ও রপ্তানী প্রধান নিয়ন্ত্রক		সদস্য
১৩।	প্রেসিডেন্ট, এফবিসিসিআই এর প্রতিনিধি		সদস্য
১৪।	সম্পাদক, কনজুমারস এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ (ক্যাব)		সদস্য
১৫।	মহা-পরিচালক, বিএসটিআই		সদস্য-সচিব

কমিটি প্রয়োজনে নতুন সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

নির্বাহী কমিটি প্রতি ৩(তিন) মাসে একবার সভায় মিলিত হবে।

এ নীতিমালায় যে কোন অধ্যায়, অনুচ্ছেদ ও উপ-অনুচ্ছেদ জাতীয় কমিটি পরিবর্তন, পরিবর্ধন, বিয়োজন ও নতুন অধ্যায় সংযোজন করতে পারবে।

সংক্ষেপণ

বিএসটিআই (BSTI)	বাংলাদেশ ষ্ট্যান্ডার্ডস এন্ড টেষ্টিং ইন্সটিটিউশন
বিসিএসআইআর (BCSIR)	বাংলাদেশ কাউন্সিল অব সায়েন্টিফিক এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিয়াল রিসার্চ
ক্যাব (CAB)	কনজুমারস্ এসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ
ডিসিসিআই (DCCI)	ঢাকা চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ
এফবিসিসিআই (FBCCI)	ফেডারেশন অব বাংলাদেশ চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ
আইইসি (IEC)	ইন্টারন্যাশনাল ইলেকট্রো টেকনিক্যাল কমিশন
আইএসও (ISO)	ইন্টারন্যাশনাল অর্গানাইজেশন ফর ষ্ট্যান্ডার্ডাইজেশন
এমসিসিআই (MCCI)	মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাষ্ট্রিজ
এসপিএস (SPS)	সেনিটারী এন্ড ফাইটো সেনিটারী মেজার্স
সার্ক (SAARC)	সাউথ এশিয়ান এসোসিয়েশন ফর রিজিওনাল কো অপারেশন
টিবিটি (TBT)	টেকনিক্যাল ব্যারিয়ার্স টু ট্রেড
ডব্লিউটিও (WTO)	ওয়ার্ল্ড ট্রেড অর্গানাইজেশন

বাঃসঃমুঃ-২০০৬/০৭-২৬২০কম(ঈ)—৫,০০০ বই, ২০০৬।